সংবাদ

তারিখ .....23 APR 2017
পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ৬ ... .

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

জালিয়াতির সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ নিয়ে তোলপাড়

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নুর উন নবীর বিরুদ্ধে ১১৮ জন শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেয়ার নামে প্রহসন, মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ না করাসহ বিভিন্ন অভিযোগে হাইকোর্টের আদেশে ৩ মাসের জন্য নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যাওয়ায় আবারও ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর জাল করে তার নামে শুক্রবার একটি সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের খবর শনিবার দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হলে তোলপাড় শুরু হয়। গতকাল এ বিষয়টি ছিলো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে টক অব দ্য রোকেয়া : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

রোকেয়া : বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

টাউন। অনেকেই পত্রিকা না পেয়ে শত শত ফটোকপি সংগ্রহ করেছে। তবে পত্রিকায় দেয়া বিজ্ঞপ্তি রেজিস্ট্রার না দিলেও গোপনে এসব কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন এক শিক্ষক নেতাসহ বাংলা বিভাগের দুই শিক্ষক। তারাই দুজনে মিলে গোপনে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিটি তৈরি করে রেজিস্ট্রারের নাম ব্যবহার করে তার নামে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিটি পাঠিয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ না করেই আগে ১১৮টি আবেদনপত্র আহ্বানকে জায়েজ করার জন্য ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত কাগজ-কলমে ৭ দিন সময় দেয়া হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গতকাল রংপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ রংপুর ইউনিট কমান্ডের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর একটি চিঠি দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে রংপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ইউনিট কমান্ডার মোছাদ্দেক হোসেন বাবলু গতকাল সংবাদকে জানান, ৭ দিনের কথা বলে মাত্র ৪ দিনের নোটিশে এভাবে চাকরির আবেদনপত্র আহ্বান করা আইনসিদ্ধ নয়। সে কারণে আমি ২১ দিন সময় দিয়ে পুনরায় সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি দেয়ার জন্য রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করেছি বলে জানান।

এদিকে রেজিস্ট্রার ইবরাহিম কবীরের নামে সংশোধনী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি তৈরি করেছেন বাংলা বিভাগের ২ জন শিক্ষক বলে রেজিস্ট্রার দফতরের একটি দায়িত্বশীল সূত্র সংবাদকে জানিয়েছে। এ ব্যাপারে গতকাল অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, মূলত প্রশাসনিক বিভাগের বিশেষ করে রেজিস্ট্রার দফতরের যেসব কর্মকর্তা বা যারা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন তারা কেউই বিষয়টি ঘুনাক্ষরে জানতেন না। গতকাল সংবাদে এ খবর প্রকাশিত হওয়ার পর তারা খবর নিয়ে জানতে পারেন বাংলা বিভাগের দুই শিক্ষক অত্যন্ত গোপনে এ সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে রেজিস্ট্রার দফতরের স্মারক নম্বর দিয়ে পত্রিকায় পাঠানো হয়েছে। ফলে রেজিস্ট্রার স্বয়ং এ বিজ্ঞপ্তির ব্যাপারে অবগত ছিলেন না এবং তাকে জানানো হয়নি। শুক্রবার এ প্রতিনিধি রেজিস্ট্রার ইবরাহিম কবীরকে ফোন করলে তিনি প্রথমে এ ধরনের কোন কিছু তার জানা নেই জানালেও পরে তিনি নিজেই ফোন ব্যাক করে এ প্রতিনিধিকে জানান তার নামে পত্রিকায় যে সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। বরং তার নাম ব্যবহার করে তার সাথে প্রতারণা ও জালিয়াতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

গোপনে সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি দেয়ার নেপথ্যে : উপাচার্যের চাকরির মেয়াদ ৫ মে পর্যন্ত থাকায় এবং নিয়োগ এক্সটেনশন না হওয়ার আশঙ্কায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১৮টি পদে শিক্ষকসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ আহ্বান করা হয়। ৮ থেকে ১২ দিন সময় দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। আবেদনকারীদের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই না করেই পছন্দের প্রার্থীদের নামে ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করে আবার কাউকে কাউকে এসএমএস দিয়ে ডাকা হয়। তার পর ইন্টারভিউয়ের নামে নির্লজ্জ প্রহসন করা হয়। যেহেতু উপাচার্যের চাকরির বয়স মাত্র ২ মাসের কম সময় সে কারণে সকল সাক্ষাৎকারসহ পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সম্পন্ন করে সিন্ডিকেট সভা করে সকল নিয়োগ কার্যক্রম জায়েজ করার মহাপরিকল্পনা করেছিলেন উপাচার্য। কিন্তু এসব বিষয় জানাজানি হওয়ায় দৈনিক সংবাদ বেশ কয়েকটি খবর প্রকাশিত হয়। এমনি অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ না করায় রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাবিউর রহমান হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন। শুনানি শেষে হাইকোর্ট ৩ মাসের জন্য নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। ফলে নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে এক শিক্ষক নেতা ও যারা নিয়োগ দেয়ার নামে কয়েক কোটি টাকা অগ্রিম নিয়েছেন তাদের চাকরি প্রত্যাশীরা টাকা ফেরত দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকলে বিপাকে পড়েন নিয়োগ বাণিজ্যকারীরা। সে কারণে উপাচার্যের মেয়াদকালীন সময় ৫ মে'র আগে আবারও স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়োগ দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন উপাচার্য ও তার সহযোগী এক শিক্ষক নেতাসহ কয়েকজন। তারই অংশ হিসেবে হাইকোর্টের দেয়া স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করার জন্য তারা আবেদন করার জন্য প্রস্তুতি নেন। তারই অংশ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদন করার সুযোগ দেয়ার কথা বলে পত্রিকায় সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। এর মাধ্যমে তারা আদালতে এটা বোঝাতে চেয়েছিলেন তারা মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ করতে চান এবং এজন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। বিষয়টি ৩/৪ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেই রেজিস্ট্রারকে না জানিয়ে তার নামে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে বলে রেজিস্ট্রার দফতর সূত্রে জানা গেছে। তবে তারা কল্পনাও করেননি রেজিস্ট্রার তাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে এবং সব বিষয় ফাঁস করে দেবে। এদিকে বেশ কয়েকজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে জানান যে দুজন শিক্ষক প্রথম থেকে নিয়োগ বাণিজ্যের সাথে জড়িত তাদের নাম ফাঁস হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় আতঙ্কিত ছিলেন। তবে রেজিস্ট্রার এ ঘটনার পর কেন তার নামে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলো সে ব্যাপারে ২/১ দিনের মধ্যে লিখিত অভিযোগ করবেন বলে তার সহকর্মীরা জানিয়েছেন।

তবে এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার ইবরাহিম কবীরের সাথে তার দুটো সেলফোনে যোগাযোগ করা হলেও তিনি দুটি ফোন বন্ধ করে রাখায় তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.................................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর